সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ১২৫

১/ পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৯৭/ ভ্রমনে মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গে

আরবী

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ " تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ " . فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

বাংলা

১২৫ (ক) মুহাম্মদ ইবনু মনসুর (রহঃ) ... মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এক সফরে নবী এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ হে মুগীরা! তুমি পেছনে থাক এবং (লোকদের বললেন,) হে লোক সকল! তোমরা চলতে থাক। আমি (কাফেলার) পেছনে থাকলাম, আমার সঙ্গে পানির একটি পাত্র ছিল। লোকেরা চলে গেলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রয়োজন সমাধার জন্য গেলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে (উযূর জন্য) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তার পরনে চিকন হাতাওয়ালা একটি রূমী জুব্বা ছিল। তিনি তার হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন। তারপর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর

মসেহ করেন।

সহীহ। [পূর্বোক্ত হাদিস দ্রঃ]

১২৫ (খ) মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওরাবাহ (সুতি মোজা) এবং জুতোর উপর মাসাহ করেছেন। আবূ আবদুর রহমান বলেন, এই বর্ণনায় কেউ আবূ কাইস এর অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুগীরাহ হতে সঠিক বর্ণনা এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসাহ করেছিলেন।

সহীহ, ইবনু মাজাহ হাঃ ৫৫৯, ইরউয়াউল গালীল হাঃ ১০১।

English

"I was with the Prophet (ﷺ) on a journey, and he said: 'Stay back O Mughirah! Go ahead, O people!' So I went back, and I had with me a vessel of water. The people went ahead, and there the Messenger of Allah (ﷺ) relieved himself. when he came back I went and poured water for him. He was wearing a Roman Jubbah with narrow sleeves, and he wanted to expose his hands (to wash them) but the sleeves were too tight, so he brought his hands out from beneath the Jubbah and washed his head, and wiped over his Khuffs."

Grade: Sahih

ফুটনোট

[বিঃ দ্রঃ ১২৫ (খ) হাদিসটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন উল্লেখ করে নি, মূল গ্রন্থে থাকায় পাঠকদের সুবিদার্থে আমরা তা উল্লেখ করে দিলাম]

হাদিসের শিক্ষা

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। আরবী ভাষায় সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণকে বা মোজাকে (জাওরাব) বলা হয়।

২। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে মাসাহ করা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্মত একটি বিধান। তাই এই ধরণের পায়ের আবরণ বা মোজার

উপরে বাসস্থানে বাস করার অবস্থায় এবং মুসাফির অবস্থায় গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে মাসাহ করা বৈধ। তবে এই ধরণের পায়ের আবরণ বা মোজা যেন পুরু হয়, ঘন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে উপর থেকে পায়ের চামড়া প্রকাশ না পায়, এবং পায়ের উপরে সঠিকভাবে স্থাপিত হয়, বেঁধে রাখার প্রয়োজন না হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, উল্লিখিত দুই প্রকারের পায়ের আবরণ বা মোজার মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। কেননা দুই প্রকারের পায়ের আবরণের মধ্যে মোজা বা খুফ এর অর্থ পাওয়া যায়। তাই সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে মাসাহ করার শর্ত হলো এই যে, কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজা যেন পুরু হয়, ঘন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে উপর থেকে পায়ের চামড়া প্রকাশ না পায়, এবং পায়ের উপরে সঠিকভাবে স্থাপিত হয়, বেঁধে রাখার প্রয়োজন না হয়। তাই উক্ত পায়ের আবরণ বা মোজা যদি পাতলা হয় পায়ের চাম আবৃত না করে, তাহলে তার উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা এই অবস্থায় পা যেন অনাবৃতই রয়েছে, আর অনাবৃত পায়ের উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে মাসাহ করার অন্য একটি শর্ত হলো: পরিপূর্ণ পবিত্র অবস্থায় ওজু অথবা গোসল করার পর পায়ের আবরণ বা মোজার উপর মাসাহ করা। আর এটাই হলো অধিকাংশ ইমাম ও পণ্ডিতদের অভিমত। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন।

৩। সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ (জাওরাব) বা মোজার উপরে মাসাহ করার সময় শুরু হবে ওজু ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রথম মাসাহ করা থেকে। সুতরাং বাসস্থানে বাস করা অবস্থায় প্রথম মাসাহ থেকে একদিন একরাত এবং মুসাফির অবস্থায় প্রথম মাসাহ থেকে তিনদিন তিনরাত মাসাহ করা বৈধ।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ)
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=9153

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন